

THESE
PRINT
THE
GOOD
OLD
DAYS



KOBI PROKASHANI



বর্ণমালা

BANGLA ALPHABET BOOK
COLLECTION

বাংলা বর্ণ পরিচয় সংকলন



বর্ণমালা

BANGLA ALPHABET BOOK
COLLECTION

বাংলা বর্ণ পরিচয় সংকলন

সম্পাদনা

সব্যসাচী হাজরা

EDITED BY

SABYASACHI HAZRA

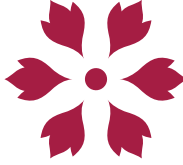


KOBI PROKASHANI

বর্ণমালা
BORNOMALA
বাংলা বর্ণ পরিচয় সংকলন
BANGLA ALPHABET BOOK COLLECTION

© Sabyasachi Hazra 2024

সম্পাদনা
সব্যাসাচী হাজরা
EDITED BY
SABYASACHI HAZRA



প্রচ্ছদ
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত চিত্রকর্ম
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

COVER
ARTWORK USED ON THE COVER
ABANINDRANATH TAGORE

ভাষা সম্পাদনা
অনিন্দ্য রহমান • তনুজা ভট্টাচার্য্য
TEXT EDITING

ANINDA RAHMAN • TANUJA BHATTACHARJEE

কৃতজ্ঞতা
কামরুল হাসান মিথুন • বশীর আল মামুন • মঈন আহমেদ • মোবারক হোসেন
রাসেল আহমেদ রনি • শিমুল কিবরিয়া • সজল আহমেদ

ACKNOWLEDGEMENT
KAMRUL HASAN MITHUN • BASHIR AL MAMUN • MOIN AHMED • MOBARAK HOSSAIN
RASEL AHAMED RONY • SHIMUL KIBRIA • SAJAL AHMED

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০২৪ বাংলাদেশ
First published April 2024 Bangladesh

প্রকাশক কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫
Publisher Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Katabon Dhaka 1205
kobiprokashani@gmail.com • www.kobibd.com • Phone: 0244617335 Cell: +8801717217335

ভারতে পরিবেশক অভিযান বুক ক্যাফে • বুকস অফ বেঙ্গল • বইবাংলা • দে'জ পাবলিশিং কলকাতা
Distributor in India Abhijan Book Cafe • Books of Bengal • BoiBangla • Dey's Publishing Kolkata

ISBN 978-984-97730-6-1

Price ৳ 1350 | ₹ 1350 | \$ 60 | € 60

Cover design, Book layout and Art direction by the editor. To request permissions, please contact the editor at hazra999@gmail.com.

All rights reserved. This book contains material protected under copyright and publishing law of People's Republic of Bangladesh. Any unauthorised reprint or use of this material is prohibited. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the editor.

প্রতি
তনুজা ভট্টাচার্য্য
বন্ধু ও সহচর

Tanuja Bhattacharjee
To my friend, my partner in crime



উৎসবে ব্যসনে চৈব দুৰ্ভিক্ষে শত্ৰুবিগ্রহে ।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যন্তিস্থিতি স বান্ধবঃ ॥
—চাণক্যশ্লোক

A true friend is (s)he who takes part in celebration and joy, does not leave during the time of need—
in famine, or war, in a king's court, or at the crematorium.

—Chanakyaniti

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষায় বর্ণপরিচয় কেবলই ভাষাশিক্ষার উপায় নয়, বরং প্রজন্মান্তরে ভাষার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ঐতিহ্যরক্ষায় এর তাৎপর্য সুগভীর। মাতৃভাষা চর্চার প্রথম সচেতন পাঠ বর্ণপরিচয়ে, আবার মানবশিশুর পুথিগত শিক্ষার সূচনাবিন্দু এই বর্ণপরিচয়। সে-অর্থে বর্ণপরিচয় শুধু মাতৃভাষা শেখার পর্যায়মাত্র নয়, সর্বজনের মৌলিক মানবিক অধিকার যে শিক্ষা, সেটির বুনয়াদ। বর্ণপরিচয় ও ভাষাশিক্ষার প্রথম উপকরণ প্রাইমার। তাই শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ পথের অন্যতম প্রধান অনুবঙ্গ এই প্রাইমার।

বর্ণলিপি নিয়ে আমার আগ্রহ ও কাজের ধারাবাহিকতার প্রারম্ভে বাংলা প্রাইমারের একটি সংকলন করার পরিকল্পনা ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, উল্লেখযোগ্য আদি প্রাইমারের সংগ্রহ, সময়ের সঙ্গে এর নির্মাণ, পরিমার্জন, মুদ্রণের কৌশল ও প্রকৌশল অনুধাবন। এই কাজের প্রয়োজনে আশিষ খাস্তুগীর সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির “বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)” শীর্ষক বইটি আমার সংগ্রহে আসে এবং নিঃসন্দেহে বাংলা প্রাইমারের প্রতি আমার কৌতুহল ও অন্তর্নিহিত তাগিদ বহু গুণে বাড়িয়ে তোলে।

বাংলা প্রাইমার অধ্যায়ের সূচনা ১৮১৬ সালে, শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে বারো পৃষ্ঠার প্রথম বাংলা বর্ণশিক্ষার বই “লিপিধারা” থেকে। বাঙালির রচিত প্রথম বর্ণশিক্ষার বই “শব্দসার”, লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বসু; রচনাকাল ১৮৩৫। বর্ণশিক্ষাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে তিন খণ্ডে ছাপা হয় “শিশু সেবধি”, ১৮৪০ সালে।

প্রথমদিকে প্রাইমারগুলো নিদিস্তি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসারে পাঠ্যবই হিসেবে প্রণয়ন করা হয়। এই পর্বে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের “শিশুশিক্ষা” সিরিজ দিয়ে, যা রচিত হয় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম যে ১৬ জন বাঙালি তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন, মদনমোহন তাঁদের একজন। একই সাথে তিনি অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে সেখানে পাঠদান করেন এবং ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় এগিয়ে আসেন। যে কারণে এই বাক্যটি লক্ষ করা যায় : “এতদেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ”।

“শিশুশিক্ষা” অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়, এর অন্তর্ভুক্ত কবিতা ‘পাখি সব করে রব...’ আজও বিস্মৃত হয়নি। বাংলা প্রাইমারের পালাবদলে নতুন যুগ আনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “বর্ণপরিচয়”, ১৮৫৫ সালে, গদ্যের নির্মিত ভঙ্গিতে। “শিশুশিক্ষা” কবির লেখনীতে প্রাইমার, আর “বর্ণপরিচয়” গদ্যকারের প্রাইমার। “শিশুশিক্ষা” ও “বর্ণপরিচয়”র সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী দেড়শ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা প্রাইমারের গতিপথ নির্মিত হয়েছে এবং এই বই দুটি আজও প্রাসঙ্গিক।

বাংলা ভাষায় শিক্ষার বহুল প্রসারের তাগিদে প্রাইমারগুলোর লক্ষ্য ছিল সুলভ, সংক্ষিপ্ত, শাস্রয়ী, শিক্ষণীয় এবং একই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক ও শিশুবান্ধব হয়ে ওঠা। গভীর আগ্রহ, মনোযোগ, গবেষণা এবং প্রচেষ্টা ব্যতীত এতগুলো বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব ছিল না। আধুনিক বাংলা ভাষা আর মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশ হাতে হাতে এগিয়ে চলেছে। তাই প্রাইমারগুলোর নকশা, মুদ্রণ, কাগজ, অলংকরণ, রং এবং বাঁধাইয়ে সেই সময়কার সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। মোটামুটি শুরু থেকেই বাংলা প্রাইমার সচিত্রকরণের প্রয়াস লক্ষণীয় এবং এতে মিশনারিদের বিশেষ অবদান ছিল।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে গ্রন্থনামে ‘সচিত্র’ শব্দটি যোগ করার প্রবণতা দেখা যায়। এই সময়কালেই আবার গ্রন্থনামে ‘সহজ’ বা ‘সরল’ যোগ করার আগ্রহ কিংবা প্রয়োজন লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকের শেষদিকে এসে ঢাকা থেকে প্রাইমার ছাপা হতে শুরু করে। রামসুন্দর বসাকের “আদি বাল্যশিক্ষা” প্রথম পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশ হয় এবং জনপ্রিয়তার কারণে তা পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। চাহিদার কারণে কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রাইমারের ঢাকা সংস্করণও এ সময় প্রকাশ হতে থাকে। সীতানাথ বসাকের “আদর্শ লিপি”ও পূর্ববঙ্গেই প্রথম প্রকাশ হয়। উনিশ শতকের শেষদিকে প্রাইমারের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং ব্যবসায়িক লাভের আশায় নকল ও বেনামে ছাপার প্রবণতা শুরু হয়। ফলে এই সময় থেকে প্রাইমারের সংখ্যা বাড়লেও সে অনুপাতে মৌলিক পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

এই প্রকাশনায় ১৮৪৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্রথম প্রকাশিত মোট আটটি নির্বাচিত প্রাইমারের নমুনা মলাটবন্দি করা হলো। এ থেকে প্রায় একশ বছর সময়কালে দৃশ্যমান বিষয়বৈচিত্র্য এবং বিবর্তনের একটি

ধারাবাহিক রূপ উপলব্ধি করা যাবে। গঠনশৈলী, নান্দনিকতা, উপস্থাপনার বিশেষত্বের কারণে এই আটটি প্রাইমারকে নির্বাচন করা হয়েছে। সময়ক্রম অনুসারে প্রাইমারগুলো হলো—মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত “শিশুশিক্ষা”, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত “বর্ণপরিচয়”, রামসুন্দর বসাক প্রণীত “বাল্যশিক্ষা”, সীতানাথ বসাক প্রণীত “আদর্শ লিপি”, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত “হাসিখুসি”, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত “চিত্রাঙ্কর”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত এবং নন্দলাল বসু অলংকৃত “সহজ পাঠ” এবং বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রণীত এবং সত্যজিৎ রায় অলংকৃত “হাতেখড়ি”। “হাতেখড়ি” বইটি এই সংকলনে ছাপার অনুমতি দেওয়ায় সন্দীপ রায়ের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

নির্বাচিত প্রাইমারগুলোর প্রথম প্রকাশিত নমুনাটি খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এই বইয়ে প্রকাশিত নমুনাগুলো ওই প্রাইমারের (প্রাইমার সিরিজের ক্ষেত্রে প্রথম ভাগের) সব থেকে পুরনো ও প্রচলিত সংস্করণ (একাধিক নমুনার ক্ষেত্রে)।

বলে রাখা ভালো, প্রাইমারগুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য প্রমাণিত হলেও কপিরাইট পেজ বা বাদবাকি তথ্য এখন আর জানা সহজ নয়। ফলে মূল বা প্রচলিত সংস্করণের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ শিল্পী, অঙ্কর খোদাইকার, লিপিকারদের নাম জানা সম্ভব হয়নি। তবে ধারণা করা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক নিজেই আঁকা, লেখা এবং অঙ্করবিন্যাস সবই করেছেন।

এই সংস্করণগুলো এতই প্রচলিত যে কপিরাইট বা নিদিস্থি প্রকাশক বা ছাপাখানার কোনো সূত্র পাওয়া দুরূহ। দুই বাংলার আনাচে-কানাচে কত ছাপাখানা থেকে এই প্রাইমারগুলো কতভাবে ছাপা হয়েছে এবং সাধারণের কাছে যুগের পর যুগ এর আবেদন ধরে রেখেছে তা সত্যিই ভাবনার খোরাক জোগায়। এখনও প্রাসঙ্গিক এবং সচল থাকার একটি কারণ বোধহয় কোনো নিদিস্থি কপিরাইট বা ছাপাখানায় আটকে না থাকা এবং সমকালীন বাস্তবতায় অবধারিত পরিবর্তনগুলোকে আত্মীকৃত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রামসুন্দর বসাকের “আদি বাল্যশিক্ষা”য় কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবির নিচে যুক্ত হয়েছে ভারত বিভাগ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার তথ্য। একইভাবে অনুমান করা যায় সীতানাথ বসাকের বহুল প্রচলিত “আদর্শ লিপি”র প্রাপ্ত সংস্করণে পাঠকের প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই ইংরেজি ও উর্দু বর্ণমালার অন্তর্ভুক্তি। এখানে বলে রাখা সমীচীন, এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত কোনো নমুনাই এর প্রথম বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্করণের অথেন্টিসিটি বা প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না।

এ বইয়ে নির্বাচিত নমুনাগুলোর নকশা অপরিবর্তিত রেখে নতুন করে মুদ্রণ উপযোগী করা হয়েছে। যে নমুনাগুলোর পৃষ্ঠা নম্বর ছিল না, এখানে সেইরকমই রাখা হলো। সম্পূর্ণ বইয়ের প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জা অক্ষুণ্ণ রেখে কাজটি করা হলো যেন পাঠক পুরনো কালের হরফ, গ্রন্থসজ্জা, রঙের প্রমিত ব্যবহার এবং মুদ্রণশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন। বলা বাহুল্য মূল নকশা, রূপ ঠিক রেখে পুনর্মুদ্রণ বেশ শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ এবং প্রতিটি পাতাতেই আলাদাভাবে মনোযোগ দিতে হয়েছে। “চিত্রাঙ্কর” বইটি মুদ্রণ হয়েছিল আড়াআড়িভাবে; এই সংকলনের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে বাকি নমুনাগুলোর মতো পোর্ট্রেট আকারে ছাপা হলো। এক শতক সময়কালে বিস্তৃত বলে অবধারিতভাবেই মুদ্রণে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে। যেমন মুদ্রণে উডব্লক প্রিন্টিং, মুভেবল টাইপ প্রিন্টিং, স্ট্রিন প্রিন্টিং, লেটারপ্রেস প্রিন্টিং এবং অলংকরণে উড প্রিন্টমেকিং, এটিং, লিথোগ্রাফি এবং লাইনোক্যাটের কাজ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা প্রাইমারের আনুষ্ঠানিক যাত্রা দুইশ বছরেরও বেশি সময়ের। সময়ের সঙ্গে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের সক্রিয় প্রয়াস বাংলা প্রাইমারের গতিপথকে প্রভাবিত করেছে। বাংলা প্রাইমার সমকালীন আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে এগিয়ে গিয়েছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা-কাঠামো ও বাংলা প্রাইমার নিয়ে যারা যুক্ত হয়েছেন, তাদের আগ্রহের মূলে মাতৃভাষায় সর্বজনীন শিশুশিক্ষা তথা সামগ্রিক সমাজচিন্তার প্রভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক বাংলা ভাষায় সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক একটি প্রাইমার মাইলফলকের মতো কাজ করেছে।

চিত্রায়ণ, অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণকৌশল, প্রতীক নির্বাচন ও উপস্থাপন এবং সর্বোপরি বৃহত্তর পাঠকশ্রেণি নির্ধারণের মাধ্যমে বাংলা প্রাইমারের সর্বজনীন হয়ে ওঠার প্রবণতা আসলে এর সমকালীন ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। হাতে লেখা পুথিনির্ভর কিংবা ধর্মীয় টোল-মন্ত্রবকেন্দ্রিক গুরুমুখী শিক্ষার প্রথা থেকে সর্বজনীন বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় উত্তরণে বাংলা প্রাইমারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরেও লেখাপড়া চর্চার কাজটি সহজ করে দেয় প্রাইমার। বিশেষত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য ব্যাপক।

আধুনিক বাংলা ভাষার বিকাশ ও প্রায়োগিক গবেষণা বাংলা প্রাইমারের বিকাশের সমান্তরালে এগিয়েছে। এই অঞ্চলে মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিকাশে বাংলা প্রাইমারের ব্যবসায়িক সফলতার গুরুত্ব কম নয়। প্রাইমারের বাজার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিস্তার ঘটেছে ছাপাখানার সংখ্যা এবং মুদ্রণকৌশল। বাংলা প্রাইমারের সূচনা ও বিকাশকে বাংলার নবজাগৃতির পটভূমিতে উপলব্ধি করার যথেষ্ট রসদ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয় ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হিসেবে সংরক্ষিত বা আলোচিত হয়নি।

এ বিষয়ে আমার এই কাজটি বাংলা প্রাইমারের অবয়ব, চিত্রায়ণ ও মুদ্রণের পরিসরে সীমিত। এই প্রকাশনাটি নকশা ও মুদ্রণসংশ্লিষ্টদের কাছে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু বাংলা প্রাইমারের সামগ্রিক পর্যালোচনার পরিসর আরও অনেক বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকাশনার সুবাদে যদি বাংলা প্রাইমারের বিষয়ে তরুণদের কৌতুহল সৃষ্টি হয়, আশা করব তা কেবল কারিগরি বিষয়েই সীমিত থাকবে না এবং এ বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকে উৎসাহিত করবে।

স্বজন ও সুহৃদদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা আমাকে এ ধরনের ভাবনা ও প্রকাশনার ধারাবাহিকতায় অনুপ্রাণিত করেছে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার কারিগরি বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণার জন্য এই প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে আমার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে নিয়ে একটি প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছি। এর সবটাই ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফল। কারিগরি দিকের বাইরে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা অ্যাকাডেমিক নিরীক্ষার সুযোগ এক্ষেত্রে ছিল না। কার্যত প্রকাশনাটির মূল্যায়ন ও মানোন্ময়নে পাঠকের ওপরই নির্ভর করতে হবে। অতএব এ বিষয়ে যেকোনো সমালোচনা, পরামর্শ, সহযোগিতার অধিকার পাঠকের এবং পরবর্তী সংস্করণে ভুলত্রুটি সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনের দায়িত্ব আমার।

এই প্রেক্ষিতে সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতাসহ প্রকাশনাটির অংশীদারিত্ব পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে কাজটিকে এগিয়ে নেওয়ার আশা রাখছি।

সব্যসাচী হাজারা

ধানমন্ডি, ঢাকা, এপ্রিল ২০২৪

EDITORIAL

The significance of mastering the alphabet of one's native language extends beyond mere language acquisition, encompassing the preservation of ancestral heritage. The earliest encounter with one's mother tongue occurs through the introduction to alphabet, marking the foundational stage of formal education for a child. Hence, it is evident that acquainting oneself with the alphabet represents not only a pivotal moment in language learning, but also underpins the broader concept of education, recognised as a fundamental human entitlement. As the primary conduit for acquiring alphabetical knowledge and language skills, the primer assumes paramount importance in upholding the universal right to education.

Exploring the realm of alphabets and lettering ignited my passion, leading me to embark on a project to compile a comprehensive collection of Bangla primers. As I went deeper into this field, my objective was to gather notable old Bangla primers and examine the evolution of lettering, editing, and printing techniques over time, all in a bid to understand the fluidity of these processes. With this goal in mind, I acquired the "Bangla Primer Sangraha" [Collection of Bangla Primers (1816-1855)], meticulously edited by Ashish Khastagir and published by the Pashchimbanga Bangla Academy. Undoubtedly, this publication served as a catalyst, fuelling my curiosity and personal quest for insights into the Bangla primer.

The inception of the Bangla primer can be traced back to the Serampore missionaries, who published a 12-page introductory book of the Bangla alphabet titled "Lipidhara" in 1816. This pioneering work marked the beginning of the Bangla primer tradition. The first introductory alphabet book authored by a Bengali, "Shabdasar", was published in 1835 by Ishwar Chandra Bose. In 1840, the primer "Shishusebadhi" was gradually published in three parts, representing the progressive steps in expanding Bangla alphabet learning initiatives.

During the early days, Bangla primers were textbooks specifically published and devised for specific school syllabi. At this stage, the 'Shishushiksha' series by Madanmohan Tarkalankar, published during the inauguration of Calcutta Female School, brought a revolutionary change to the arena of Bangla primers. Madanmohan, one of the first 16 Bengali parents of that period who sent their daughters to schools, was also an honorary tutor at that school. A Bangla textbook for the female students, hence the tagline in the 'Shishushiksha' series: 'Intended for the local girls' schools.'

"Shishushiksha" became very popular among students and teachers at that time. One of its rhymes, '*Pakhi sob kore rob...*' [All the birds are chirping...], is still alive in the collective memory. The new era of Bangla primer was introduced by Ishwar Chandra Vidyasagar in 1855 with his contemporary colloquial standard prose. His new "Barnaparichay" was written in prose; on the other hand, "Shishushiksha" was written in verse. The success of "Shishushiksha" and "Barnaparichay" created the future roadmap of the Bangla primer for the next 150 years.

The primary objectives of the early Bangla primers were to enhance accessibility, conciseness, educational value, engagement, and child-friendliness, thereby facilitating the widespread adoption of primary education in Bangla. Achieving these features required profound interest, concentration, research, and endeavour. The advancement of modern Bangla language and printing technologies progressed parallelly. Consequently, primer books from different periods stand as exemplary manifestations of the cutting-edge technology of their respective eras. From its inception, there has been a consistent inclination towards incorporating illustrations into Bangla primers, with significant contributions from missionary figures.

From the last two decades of the nineteenth century, a notable trend emerged wherein Bangla primer titles began featuring a buzzword—*sachitra* [‘illustrated’]. Concurrently, another significant trend, driven either by necessity or commercial motives, was the addition of *sahaj/saral* [‘easy/elementary’] modifier to book titles. The printing of primers in Dhaka commenced in the final years of the nineteenth century. For instance, “Adi Balyashiksha” [‘The Original Children’s Lessons’] by Ram Sundar Basak was first published in East Bengal and gained popularity across West Bengal and other Bangla-speaking regions. With increasing demand, publishers also started releasing Dhaka editions of Bangla primers originally published in Kolkata. Towards the end of the nineteenth century, the demand for primers surged, leading to a commercial trend of printing primers anonymously or producing duplicate versions of original books. Since then, despite an increase in the quantity of printed primers, there has been no significant shift in their quality or content.

In this publication, we brought together a total of eight selected specimens that were first published between 1849 and 1948. Through this compilation, one can perceive the apparent subjective diversity and gradual evolution of themes and content over a hundred-year timeframe. These eight primers have been chosen for their excellence, artistic virtuosity, aesthetics, and unique presentation. According to the timeline, these primers are—“Shishushiksha” by Madanmohan Tarkalankar, “Barnaparichay” by Ishwar Chandra Vidyasagar, “Balyashiksha” by Ram Sundar Basak, “Adarsha Lipi” by Sitanath Basak, “Hasikhusi” by Jogindranath Sarkar, “Chittrakshar” by Abanindranath Tagore, “Sahaj Path” authored by Rabindranath Tagore and illustrated by Nandalal Bose, and “Hate Khari” authored by Bimal Chandra Ghosh and illustrated by Satyajit Ray. We express our sincere gratitude to Sandip Ray for permitting us to include “Hate Khari” in this compilation.

Locating a first-edition copy of the selected is nearly impossible. The specimens compiled in this publication are the earliest and in-vogue versions, considering that more than one version might be available. It is important to note that while information on the initial publication dates of these primers is established, it is impossible now to retrieve details about copyright page or other related facts. Consequently, the names of cover artists, illustrators, engravers, and scribes remain unknown. It can be assumed that in some cases, primers were written, illustrated, and typeset by the same person.

These versions were so widespread that it is now challenging to find any concrete sources for their copyright or the name of the particular publishers or the printing presses. It is indeed thought-provoking to consider the various ways and numerous presses on both sides of Bengal where these primers were printed and maintained their appeal to people over time. Maybe these primers are still relevant and available because there have been no strict copyright rules or the publishing process was not highly dependent on specific presses. Moreover, the publishers and the authors continuously adapted and assimilated contemporary changes. For example, in Ram Sundar Basak’s “Aadi Balyashiksha”, words under the portrait of Queen Victoria on the partition of British India and the independence of Bangladesh are included. Likewise, “Adarsha Lipi” by Sitanath Basak included English and Urdu alphabets considering user requirements. It should also be mentioned that none of the particular versions of the primers assimilated in this publication can be claimed as the first or the authentic edition.

Without bringing any change in the original outlook, I worked on the manuscript to make it printable. In some versions, there were no page numbers and we also maintained this. I did not change the covers, texts, and illustrations with a view to introduce original fonts, page setup, the standard usage of colour, and the printing style of the old days to the readers. Reprinting while maintaining the original design and form requires extra time and labour, and I had to give consecration separately to each page printed. However, the book “Chittrakshar” was originally printed in landscape format that had to be reproduced in portrait mode to maintain consistency. The books were published over the course of a

century involving diverse technologies, for example—woodblock printing, movable types, screen printing, letterpress printing, and for illustrations—wood engraving, etching, lithography, linocuts, etc. The formal journey of Bangla primers commenced over two centuries ago, evolving efforts to promote social perspectives and humanistic values. Influenced by contemporary socio-economic and political reforms, Bangla primers adapted to the changing landscape of each era. It is evident that the individuals involved in shaping Bangla primers, as well as the structure of the modern Bangla language, were deeply concerned with advancing elementary education in the mother tongue for the betterment of society as a whole. Each primer served as a milestone in the advancement of public education in the modern Bangla language.

An intrinsic aspect of the contemporary history of Bangla primers is their inclination to cater to a diverse readership, reflected in their visualisation, illustration, printing techniques, symbol selection, presentation, and overall targeting of the masses. Bangla primers played a crucial role in transitioning Bangla education from handwritten *punthis* or religious education centred around *gurus* to a school-based public education system, facilitating continued learning beyond traditional school settings. Their significance, particularly for women's education, cannot be overstated.

The journey of modern Bangla language through standardization, simplification and applied research has been advanced in parallel to the development of Bangla primers. The primer industry has contributed significantly to the growth of the printing and publication business in the region, fostering the proliferation of printing presses and advancements in printing technology. The inception and flourishing of Bangla primers are deeply intertwined with the context of the Bengal Renaissance. It is regrettable though that this significant chapter of history is not adequately archived or considered as a valuable historical document.

While this publication may serve as a valuable resource for professionals in the printing and design industry, my focus remains on the outlook, illustrations, and the printing mechanisms of Bangla primers. However, the scope of working within the niche of Bangla primer is both extensive and significant. If young enthusiasts develop curiosity about the Bangla primer due to this publication, I hope their interest goes beyond technical aspects and also inspires theoretical and academic research.

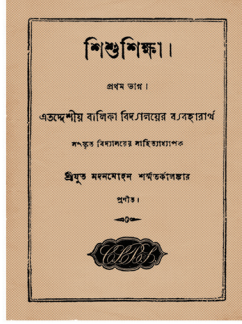
I have always been fortunate to receive unwavering support from friends and family to express my thoughts and publish my works. This time is no different. With their backing, I am organising an exhibition to complement the ideas in this book on Bangla printing and publication. These efforts are solely driven by personal dedication. Due to the lack of opportunities for theoretical analysis, our efforts mainly revolve around understanding technical intricacies. We rely on readers for assessment and improvement of this publication. Any criticism, advice, or cooperation is welcome from readers, while the task of correcting mistakes and enhancing content falls on me.

Moving forward, I eagerly anticipate engaging with readers, sharing both the limitations and successes of this publication, and refining our collective understanding of Bangla printing and publication.

SABYASACHI HAZRA

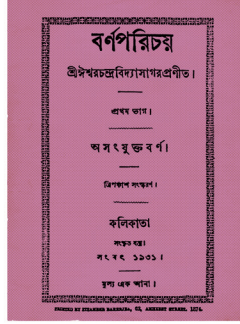
Dhanmondi, Dhaka, April 2024

সূচি
CONTENTS



শিশুশিক্ষা
মদনমোহন তর্কালঙ্কার
SHISHUSHIKSHA
Madanmohan Tarkalankar

১৬-৩৫ • 16-35



বর্ণপরিচয়
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
BARNAPARICHAY
Ishwar Chandra Vidyasagar

৩৬-৬৩ • 36-63



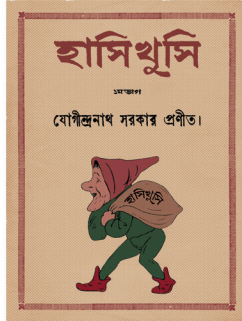
বাল্যশিক্ষা
রামসুন্দর বসাক
BALYASHIKSHA
Ram Sundar Basak

৬৪-৯১ • 64-91



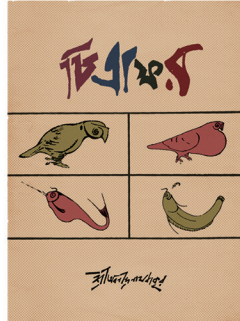
আদর্শ লিপি
সীতানাথ বসাক
ADARSHA LIPI
Sitanath Basak

৯২-১৪১ • 92-141



হাসিখুসি
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
HASIKHUSHI
Jogindranath Sarkar

১৪২-১৭৫ • 142-175



চিত্রাক্ষর
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
CHITRAKSHAR
Abanindranath Tagore

১৭৬-২০৫ • 176-205



সহজ পাঠ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নন্দলাল বসু
SAHAJ PATH
Rabindranath Tagore
Nandalal Bose

২০৬-২৬৩ • 206-263



হাতে খড়ি
বিমলচন্দ্র ঘোষ
সত্যজিৎ রায়
HATE KHARI
Bimal Chandra Ghosh
Satyajit Ray

২৬৪-২৭৬ • 264-276